কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি
পঞ্চম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন

ড. মাওলানা হুসাইন মাহমুদ ফারুক

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ

সম্পাদনা

আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ	:	, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর পঠন শিক্ষা, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং পবিত্র কুরআন শরিফ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **আল-কুরআনুল করীম** -এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়/পাঠ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	১ম অধ্যায়	নাজেরা পঠন	১
২	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত	১
৩	২য় পাঠ	কুরআন মাজিদের ১ম ও ২য় পারা	২
৪	৩য় পাঠ	কুরআন মাজিদ পরিচিতি	৫২
৫	২য় অধ্যায়	হিফজ ও লেখা	৫৬
৬	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ হিফজ করা ও লেখার গুরুত্ব এবং ফজিলত	৫৬
৭	২য় পাঠ	সুরাতুদ দুহা	৫৮
৮	৩য় পাঠ	সুরাতুল ইনশিরাহ	৫৯
৯	৪র্থ পাঠ	সুরাতুত তিন	৫৯
১০	৫ম পাঠ	সুরাতুল আলাক	৬০
১১	৬ষ্ঠ পাঠ	সুরাতুল কাদ্‌র	৬১
১২	৭ম পাঠ	সুরাতুল বায়্যিনাহ	৬২
১৩	৩য় অধ্যায়	অর্থ শেখা	৬৭
১৪	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদের অর্থ শেখার গুরুত্ব	৬৭
১৫	২য় পাঠ	সুরাতুল ফাতিহা	৬৮
১৬	৩য় পাঠ	সুরাতুল ইখলাছ	৭০
১৭	৪র্থ পাঠ	সুরাতুল ফালাক	৭১
১৮	৫ম পাঠ	সুরাতুন নাস	৭৩
১৯	৪র্থ অধ্যায়	তাজভিদ	৭৬
২০	১ম পাঠ	ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত	৭৬
২১	২য় পাঠ	মাখরাজ	৭৭
২২	৩য় পাঠ	মাদ্দের বিবরণ	৭৯
২৩	৪র্থ পাঠ	নুন সাকিন ও তানভিন	৮০
২৪	৫ম পাঠ	মিম সাকিন	৮২
২৫	৬ষ্ঠ পাঠ	ওয়াজিব গুন্নাহ	৮৩
২৬	৭ম পাঠ	রা (ر) হরফ পড়ার বিবরণ	৮৪
২৭	৮ম পাঠ	الله শব্দের লাম (ل) পড়ার বিবরণ	৮৫
২৮	৯ম পাঠ	ওয়াকফ	৮৫
২৯	১০ম পাঠ	কলকলা	৮৭
৩০	নমুনা প্রশ্ন		৯১
৩১	শিক্ষক নির্দেশিকা		৯২

১ম অধ্যায়
নাজেরা পঠন

শিক্ষক নির্দেশিকা :
শিক্ষক মহোদয় এ অধ্যায় পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে সহিহভাবে বানান না করে দেখে দেখে কুরআন মাজিদ পড়তে পারে, সেদিকে নজর রাখবেন। প্রতিদিন অল্প অল্প করে দেখে পড়াবেন এবং তাদেরকে পড়তে বলবেন। কুরআন মাজিদ পরিচিতির প্রশ্নোত্তরগুলো গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করাবেন।

১ম পাঠ
কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ হয়। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ করেন। কুরআনের আলোকে জীবন চালাতে হলে এর মর্মার্থ বুঝতে হবে। আর মর্মার্থ বুঝতে হলে তা নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত অসামান্য।

কুরআন মাজিদের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুল (ﷺ) কে যে চারটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তন্মধ্যে প্রথমটি হলো কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ "তিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন।"

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ "কুরআন হতে যা সহজতর তা তোমরা তেলাওয়াত কর।"

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে মহানবি (ﷺ) বলেন–

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ(كذا في معجم الصحابة عن جابر رضـ)

"সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআন তেলাওয়াত করা।"

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে–

اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهٗ يَأْتِيْ شَافِعًا لِّأَصْحَابِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(كذا في مسند أحمد عن أبي أمامةرض)

"তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কেননা তা পরকালে তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হবে।" অপর এক হাদিসে আছে–

أَعْبَدُ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ تِلَاوَةً لِلْقُرْاٰنِ" . (كذا في كنز العمال عن أبي هريرة رضـ)

"মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় আবেদ ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি কুরআন তেলাওয়াত করে।"

তাই আমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা ও তার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা।

২য় পাঠ

কুরআন মাজিদের ১ম ও ২য় পারা (নাজেরা পঠন)

(০১-২৫২ আয়াত পর্যন্ত)

সুরাতুল বাকারা (০২), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা: ৪০, আয়াত সংখ্যা: ২৮৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ [ج] ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ [ج/ۛ/صلے] فِيْهِ [ج/ۛ] هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
[لا] ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ [لا] ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ [ج] وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ [ط] ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ
عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ [ق] وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا

يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ [ط] وَعَلٰٓى
اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ [ز] وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [ع] ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ [م] ﴿٨﴾
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا [ج] وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ [ط] ﴿٩﴾ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ [لا] فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا [ج]
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ[ە/لا] بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ
لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ [لا] قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ [ط]
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا [ج/صلے] وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ [لا] قَالُوْٓا اِنَّا
مَعَكُمْ [لا] اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا

الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى [ص] فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا

مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا [ج] فَلَمَّآ

اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا

يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ [لا] ﴿١٨﴾

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ [ج] يَجْعَلُوْنَ

اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ [ط] وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ

بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ [ط] كُلَّمَآ اَضَآءَ

لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ [ق/لا] وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا [ط] وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ [ط] اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ [ع]

﴿٢٠﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ [لا] ﴿٢١﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ
مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
﴿٢٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ
مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ
يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ

مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا [م] يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا [لا] وَّيَهْدِىْ بِهٖ
كَثِيْرًا [ط] وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ [لا] ﴿٢٦﴾ الَّذِيْنَ
يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ [ص] وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ [ط] اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ [ج] ثُمَّ
يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ
لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا [ق] ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ [ط] وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ [ع] ﴿٢٩﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً [ط] قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا
مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ [ج] وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ [ط] قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ
الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ [لا] فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ

بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا

عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا [ط] اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ [ج] فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ [لا]

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ [لا] وَاَعْلَمُ

مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ

اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ [ط] اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ [ق/ز] وَكَانَ

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا [ص] وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا

فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ [ص] وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

[ج] وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰۤى

اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ [ط] اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا [ج] فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ
هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ [ج]
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ [ع] ﴿٣٩﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ [ج] وَاِيَّايَ
فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا
تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ [ص] وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا [ز]
وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ [ط] اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾
وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ [ط] وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

[لا] ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ
رٰجِعُوْنَ [ع] ﴿٤٦﴾ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا
تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ [ط] وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ
﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى
الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

لِقَوۡمِهٖ يٰقَوۡمِ اِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ بِاتِّخَاذِكُمُ الۡعِجۡلَ فَتُوۡبُوۡۤا
اِلٰى بَارِئِكُمۡ فَاقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ط ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ عِنۡدَ
بَارِئِكُمۡ ط فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذۡ
قُلۡتُمۡ يٰمُوۡسٰى لَنۡ نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهۡرَةً فَاَخَذَتۡكُمُ
الصّٰعِقَةُ وَاَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثۡنٰكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ
مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡغَمَامَ وَاَنۡزَلۡنَا
عَلَيۡكُمُ الۡمَنَّ وَالسَّلۡوٰى ط كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ ط وَمَا
ظَلَمُوۡنَا وَلٰكِنۡ كَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذۡ قُلۡنَا ادۡخُلُوۡا
هٰذِهِ الۡقَرۡيَةَ فَكُلُوۡا مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ رَغَدًا وَّادۡخُلُوا الۡبَابَ
سُجَّدًا وَّقُوۡلُوۡا حِطَّةٌ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطٰيٰكُمۡ ط وَسَنَزِيۡدُ الۡمُحۡسِنِيۡنَ
﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا قَوۡلًا غَيۡرَ الَّذِىۡ قِيۡلَ لَهُمۡ فَاَنۡزَلۡنَا
عَلَى الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا رِجۡزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوۡا يَفۡسُقُوۡنَ ع ﴿٥٩﴾

وَاِذِ اسۡتَسۡقٰى مُوۡسٰى لِقَوۡمِهٖ فَقُلۡنَا اضۡرِبْ بِّعَصَاكَ الۡحَجَرَ [ط]
فَانۡفَجَرَتۡ مِنۡهُ اثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنًا [ط] قَدۡ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشۡرَبَهُمۡ [ط] كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا مِنۡ رِّزۡقِ اللّٰهِ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ
مُفۡسِدِيۡنَ ﴿٦٠﴾ وَاِذۡ قُلۡتُمۡ يٰمُوۡسٰى لَنۡ نَّصۡبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
فَادۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ مِنۡۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا
وَفُوۡمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا [ط] قَالَ اَتَسۡتَبۡدِلُوۡنَ الَّذِىۡ هُوَ اَدۡنٰى
بِالَّذِىۡ هُوَ خَيۡرٌ [ط] اِهۡبِطُوۡا مِصۡرًا فَاِنَّ لَكُمۡ مَّا سَاَلۡتُمۡ [ط]
وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ الذِّلَّةُ وَالۡمَسۡكَنَةُ [ق] وَبَآءُوۡ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ [ط]
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقۡتُلُوۡنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيۡرِ
الۡحَقِّ [ط] ذٰلِكَ بِمَا عَصَوۡا وَّكَانُوۡا يَعۡتَدُوۡنَ [ع] ﴿٦١﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا وَالَّذِيۡنَ هَادُوۡا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيۡنَ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ [ج/ص]

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ [ط] خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ [ج] فَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً
خٰسِـِٕيْنَ [ج] ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً [ط] قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا [ط] قَالَ اَعُوْذُ
بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا
مَا هِىَ [ط] قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ [ط] عَوَانٌۢ م
بَيْنَ ذٰلِكَ [ط] فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا [ط] قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ [لا] فَاقِعٌ

لَّوۡنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِیۡنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادۡعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنۡ لَّنَا مَا هِیَ

اِنَّ الۡبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَیۡنَا ؕ وَاِنَّاۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهۡتَدُوۡنَ ﴿٧٠﴾

قَالَ اِنَّهٗ یَقُوۡلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوۡلٌ تُثِیۡرُ الۡاَرۡضَ وَلَا تَسۡقِی

الۡحَرۡثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِیَةَ فِیۡهَا ؕ قَالُوا الۡـٰٔنَ جِئۡتَ بِالۡحَقِّ ؕ

فَذَبَحُوۡهَا وَمَا كَادُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ ﴿٧١﴾ ع وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا

فَادّٰرَءۡتُمۡ فِیۡهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿٧٢﴾ ۚ

فَقُلۡنَا اضۡرِبُوۡهُ بِبَعۡضِهَا ؕ كَذٰلِكَ یُحۡیِ اللّٰهُ الۡمَوۡتٰی ۙ وَیُرِیۡكُمۡ

اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوۡبُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ

فَهِیَ كَالۡحِجَارَةِ اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ

مِنۡهُ الۡاَنۡهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخۡرُجُ مِنۡهُ الۡمَآءُ ؕ وَاِنَّ

مِنۡهَا لَمَا یَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡیَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

﴿٧٤﴾ اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمۡ

يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ

يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا [ج] وَاِذَا خَلَا

بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ [ط] اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَلَا

يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ

اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ [ق] ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ

عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا [ط] فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ

اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ

اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً [ط] قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ

اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ

كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ [ج]

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ [ج] هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ [ع] ﴿٨٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا
مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ [قف] وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ [ط] ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ
وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ
دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ
وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ [ز] تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ
بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ط] وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ [ط] اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ
بِبَعْضٍ [ج] فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا [ج] وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ [ط] وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْاٰخِرَةِ [ز] فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ [ع]
﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ [ز]
وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ [ط]
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ [ج]
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ [ز] وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا
غُلْفٌ [ط] بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾
وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ [لا]
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا [ج/صلے] فَلَمَّا جَآءَهُمْ
مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ [ز] فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا
اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ [ج] فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى
غَضَبٍ [ط] وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا
بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ [ق]
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ [ط] قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ
مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى
بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾
وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ [ط] خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ
بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا [ط] قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا [ق] وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ
الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [ط] قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ
خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ [ط] وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

২০২৪

بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ [ج/ۚ]
وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا [ج/ۚ] يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ [ج] وَمَا
هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ [ط] وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ [ع] ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى
قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ
وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍ
ۢ بَيِّنٰتٍ [ج] وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا
عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ [ط] بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾
وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ
مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ [ق/ۚ] كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ [ز] ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ

سُلَيۡمٰنَ [ج] وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيۡنَ كَفَرُوۡا يُعَلِّمُوۡنَ
النَّاسَ السِّحۡرَ [ق] وَمَاۤ اُنۡزِلَ عَلَى الۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَارُوۡتَ
وَمَارُوۡتَ [ط] وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنۡ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوۡلَاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا
تَكۡفُرۡ [ط] فَيَتَعَلَّمُوۡنَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُوۡنَ بِهٖ بَيۡنَ الۡمَرۡءِ
وَزَوۡجِهٖ [ط] وَمَا هُمۡ بِضَآرِّيۡنَ بِهٖ مِنۡ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ [ط]
وَيَتَعَلَّمُوۡنَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنۡفَعُهُمۡ [ط] وَلَقَدۡ عَلِمُوۡا لَمَنِ اشۡتَرٰىهُ
مَا لَهٗ فِى الۡاٰخِرَةِ مِنۡ خَلَاقٍ [قف/ط] وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡا بِهٖۤ اَنۡفُسَهُمۡ
[ط] لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوۡ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَمَثُوۡبَةٌ مِّنۡ
عِنۡدِ اللّٰهِ خَيۡرٌ [ط] لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ [ع] ﴿١٠٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
لَا تَقُوۡلُوۡا رَاعِنَا وَقُوۡلُوا انۡظُرۡنَا وَاسۡمَعُوۡا [ط] وَلِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابٌ
اَلِيۡمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ وَلَا
الۡمُشۡرِكِيۡنَ اَنۡ يُّنَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ [ط] وَاللّٰهُ

২০২৪

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ

اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا

سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ

ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ

يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ

اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا

حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوْا

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۗ مَنْ
اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۖ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۙ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ
النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ
ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ
قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ
فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ
يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ۬ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا
فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ

وَلَدًا[لا] سُبْحٰنَهٗ[ط] بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ[ط] كُلٌّ لَّهٗ
قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ[ط] وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ[ط] كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِّثْلَ قَوْلِهِمْ[ط] تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ[ط] قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا[لا] وَّلَا
تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ
وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ[ط] قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى
[ط] وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ[لا] مَا
لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ[ل] ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ[ط] اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ[ط] وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ[ع] ﴿١٢١﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا

نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ

مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ

ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ [ط] قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

اِمَامًا [ط] قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ [ط] قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا [ط] وَاتَّخِذُوْا مِنْ

مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى [ط] وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ

قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ

مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ [ط] قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ

قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ [ط] وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ [ط] رَبَّنَا تَقَبَّلْ

مِنَّا[ط] اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ[ص] وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبْ عَلَيْنَا[ج] اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ[ط] اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ[ع] ﴿١٢٩﴾
وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ[ط] وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا[ج] وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾
اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ[لا] قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾
وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ[ط] يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ
الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ[ط] ﴿١٣٢﴾ اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ[لا] اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْۢ بَعْدِىْ[ط] قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا [ج] وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

﴿١٣٣﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ [ج] لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا

كَسَبْتُمْ [ج] وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوْا

كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا [ط] قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا [ط]

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ

اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ

رَّبِّهِمْ [ج] لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ [ز/قلے] وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا [ج] وَاِنْ

تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ [ج] فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ [ج] وَهُوَ السَّمِيْعُ

الْعَلِيْمُ [ط] ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ [ج] وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

[ز] وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا

وَرَبُّكُمْ [ج] وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ [ج] وَنَحْنُ لَهٗ
مُخْلِصُوْنَ [لا] ﴿١٣٩﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى [ط] قُلْ
ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ [ط] وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ
اللّٰهِ [ط] وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ
خَلَتْ [ج] لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ [ج] وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ [ع] ﴿١٤١﴾ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا
وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا [ط] قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ [ط] يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا [ط] وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ
اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ [ط] وَاِنْ

كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ [ط] وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ
اِيْمَانَكُمْ [ط] اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرٰى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ [ج] فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا [ص] فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ط] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ [ط] وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّهِمْ [ط] وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ [ج] وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ [ج] وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ [ط] وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [لا] اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ [م] ﴿١٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا
يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ [ط] وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ [ل] ﴿١٤٦﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

[ع] ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ [ط]

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا [ط] اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ [ط] وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ [ط] وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ [ط] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ [لا] لِئَلَّا

يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [ق] اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ [ق] فَلَا

تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ [ق] وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

[لا] ﴿١٥٠﴾ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ

اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ

تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ [ط] ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا

تَكْفُرُوْنِ [ع] ﴿١٥٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ

২০২৪

وَالصَّلٰوةِ [ط] اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ [ط] بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ
وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ [ط] وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ [لا] ﴿١٥٥﴾ اَلَّذِيْنَ اِذَآ
اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ [لا] قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ [ط] ﴿١٥٦﴾
اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [قف] وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ [ج] فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا [ط] وَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْرًا [لا] فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ [لا] اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللّٰعِنُوْنَ [لا] ﴿١٥٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ

২০২৪

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ [ج] وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ [لا] ﴿١٦١﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا [ج] لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ [ج] لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ [ع] ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ [ص] وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ
اللّٰهِ [ط] وَالَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ [ط] وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ
يَرَوْنَ الْعَذَابَ [لا] أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا [لا] وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ

الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا [ط] كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ
اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ [ط] وَمَا هُمْ بِخٰرِجِينَ مِنَ النَّارِ
[ع] ﴿١٦٧﴾ يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا [ز ۖ] وَّلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ [ط] إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا
يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا [ط] أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا
لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً [ط] صُمٌّ ۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
﴿١٧١﴾ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ [ج] فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ [ط] اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
﴿١٧٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ
بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا [لا] اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ [ج/صلے] وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
﴿١٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ [ج] فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ [ط] وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ م
بَعِيْدٍ [ع] ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ [ج] وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

২০২৪

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾
وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
﴿۱۷۹﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ
خَيْرَا ۨ ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ؕ ﴿۱۸۰﴾ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ

عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ [ط] اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ [ط] ﴿١٨١﴾ فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ [ط]
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [ع] ﴿١٨٢﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ [لا] ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ [ط] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ [ط] وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ [ط] فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ [ط] وَاَنْ
تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ
الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ [ج] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ط] وَمَنْ كَانَ
مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ [ط] يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [ز] وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ

عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ
عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾ اُحِلَّ
لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ
لَكُمْ ۖ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا
تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ
﴿١٨٧﴾ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى
الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ

تَعۡلَمُوۡنَ [ع] ﴿۱۸۸﴾ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡاَهِلَّةِ [ط] قُلۡ هِيَ مَوَاقِيۡتُ
لِلنَّاسِ وَالۡحَجِّ [ط] وَلَيۡسَ الۡبِرُّ بِاَنۡ تَاۡتُوا الۡبُيُوۡتَ مِنۡ ظُهُوۡرِهَا
وَلٰـكِنَّ الۡبِرَّ مَنِ اتَّقٰى [ج] وَاۡتُوا الۡبُيُوۡتَ مِنۡ اَبۡوَابِهَا [ص] وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۸۹﴾ وَقَاتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ الَّذِيۡنَ
يُقَاتِلُوۡنَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوۡا [ط] اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الۡمُعۡتَدِيۡنَ ﴿۱۹۰﴾
وَاقۡتُلُوۡهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوۡهُمۡ وَاَخۡرِجُوۡهُمۡ مِّنۡ حَيۡثُ
اَخۡرَجُوۡكُمۡ وَالۡفِتۡنَةُ اَشَدُّ مِنَ الۡقَتۡلِ [ج] وَلَا تُقٰتِلُوۡهُمۡ عِنۡدَ
الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوۡكُمۡ فِيۡهِ [ج] فَاِنۡ قٰتَلُوۡكُمۡ
فَاقۡتُلُوۡهُمۡ [ط] كَذٰلِكَ جَزَآءُ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۱۹۱﴾ فَاِنِ انۡتَهَوۡا فَاِنَّ
اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۹۲﴾ وَقٰتِلُوۡهُمۡ حَتّٰى لَا تَكُوۡنَ فِتۡنَةٌ
وَّيَكُوۡنَ الدِّيۡنُ لِلّٰهِ [ط] فَاِنِ انۡتَهَوۡا فَلَا عُدۡوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ
﴿۱۹۳﴾ اَلشَّهۡرُ الۡحَرَامُ بِالشَّهۡرِ الۡحَرَامِ وَالۡحُرُمٰتُ قِصَاصٌ [ط]

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى
عَلَيْكُمْ [ص] وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْاانَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾
وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ [ج/ قلے]
وَاَحْسِنُوْا [ج/ ۚ] اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [ط] فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ج] وَلَا
تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ [ط] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ
نُسُكٍ [ج] فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ [وقفة] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ج] فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ [ط] تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [ط] ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ
يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ط] وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ [ع] ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ [ج] فَمَنْ

فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ [لا] وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ [ط] وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ [ط/ ؕ] وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوٰى [ز] وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ [ط] فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [ص] وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ
[ج] وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا
مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ [ط] اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا [ط] فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ
اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ
يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿٢٠١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا [ط] وَاللّٰهُ سَرِيْعُ

الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ [ط] فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ [ج] وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ [لا]
لِمَنِ اتَّقٰى [ط] وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ
عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ [لا] وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي
الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ [ط] وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ
فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ [ط] وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ [ط] وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ م بِالْعِبَادِ
﴿٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً [ص] وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ [ط] اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ[ط] وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ[ع] ﴿٢١٠﴾
سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ ۢ بَيِّنَةٍ[ط] وَمَنْ يُّبَدِّلْ
نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾
زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
[م] وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ[ط] وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً[قف] فَبَعَثَ اللّٰهُ
النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ[ص] وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ مَااخْتَلَفُوْا فِيْهِ[ط] وَمَا اخْتَلَفَ
فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ
بَيْنَهُمْ[ج] فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِاِذْنِهٖ[ط] وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا

مِنۡ قَبۡلِكُمۡ [ط] مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ

الرَّسُوۡلُ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ [ط] اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ

قَرِيۡبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَاذَا يُنۡفِقُوۡنَ [ط] قُلۡ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ

مِّنۡ خَيۡرٍ فَلِلۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَابۡنِ

السَّبِيۡلِ [ط] وَمَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيۡمٌ ﴿٢١٥﴾

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ [ج] وَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا

وَّهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ [ج] وَعَسٰۤى اَنۡ تُحِبُّوۡا شَيۡـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمۡ [ط] وَاللّٰهُ

يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ [ع] ﴿٢١٦﴾ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الشَّهۡرِ

الۡحَرَامِ قِتَالٍ فِيۡهِ [ط] قُلۡ قِتَالٌ فِيۡهِ كَبِيۡرٌ [ط] وَصَدٌّ عَنۡ سَبِيۡلِ

اللّٰهِ وَكُفۡرٌۢ بِهٖ وَالۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ [ق] وَاِخۡرَاجُ اَهۡلِهٖ مِنۡهُ اَكۡبَرُ

عِنۡدَ اللّٰهِ [ج] وَالۡفِتۡنَةُ اَكۡبَرُ مِنَ الۡقَتۡلِ [ط] وَلَا يَزَالُوۡنَ يُقَاتِلُوۡنَكُمۡ

২০২৪

حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا [ط] وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ

عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ [ج] وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ [ج] هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

﴿٢١٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ [لا] اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ [ط] وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

﴿٢١٨﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [ط] قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ

وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [ز] وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا [ط] وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا

يُنْفِقُوْنَ [ه/ط] قُلِ الْعَفْوَ [ط] كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ [لا] ﴿٢١٩﴾ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ [ط] وَيَسْئَلُوْنَكَ

عَنِ الْيَتٰمٰى [ط] قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [ط] وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ

فَاِخْوَانُكُمْ [ط] وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [ط] وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

لَاَعْنَتَكُمْ [ط] اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [ط] وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ

اَعْجَبَتْكُمْ [ج] وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا [ط] وَلَعَبْدٌ

مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ [ط] اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى

النَّارِ [ج/ۖ] وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ [ج] وَيُبَيِّنُ

اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ [ع] ﴿٢٢١﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ

الْمَحِيْضِ [ط] قُلْ هُوَ اَذًى [لا] فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ

[لا] وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [ج] فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ

حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ [ط] اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ [ص] فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ [ز]

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ [ط] وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ [ط] وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا

وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ [ط] وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا

يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوْبُكُمْ [ط] وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ
نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ [ج] فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾
وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ [ط] وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ [ط] وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا [ط]
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ [ص] وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ [ط] وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ [ع] ﴿٢٢٨﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ [ص]
فَاِمْسَاكٌ م بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ م بِاِحْسَانٍ [ط] وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ [ط] فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ [لا] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ [ط] تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا [ج] وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ [ط] فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ [ط] وَتِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ [ص] وَلَا
تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا [ج] وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهٗ [ط] وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا [ز] وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ [ط]
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ [ع] ﴿٢٣١﴾ وَاِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ
اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ [ط] ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ [ط] ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ
وَاَطْهَرُ [ط] وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَالِدٰتُ
يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ [ط] وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ [ط]
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا [ج] لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ
لَّهٗ بِوَلَدِهٖ [ق] وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ [ج] فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [ط] وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ [ط] وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ
﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا [ج] فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ [ط] وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ

النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ [ط] عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ

سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا

مَّعْرُوْفًا [ه/ط] وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ

[ط] وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ [ج] وَاعْلَمُوْٓا

اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ [ع] ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ

النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً [ج/صلے]

وَّمَتِّعُوْهُنَّ [ج] عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ [ج] مَتَاعًا ۢ

بِالْمَعْرُوْفِ [ج] حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا

فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [ج]

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى [ط] وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [ط] اِنَّ

اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ
الْوُسْطٰى [ق] وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ
رُكْبَانًا [ج] فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا [ج]ۖ
وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ [ج] فَاِنْ خَرَجْنَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ [ط] وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ [ط] حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
[ع] ﴿٢٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ
حَذَرَ الْمَوْتِ [ص] فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا [قف] ثُمَّ اَحْيَاهُمْ [ط] اِنَّ
اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ
﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

২০২৪

﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ
اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ
﴿٢٤٥﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی ۘ
اِذْ قَالُوْا لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ
هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا
لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ
بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِیْ مُلْكَهٗ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ

مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ [ط] اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ [ع] ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ [لا]
قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ [ج] فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ [ج]
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ [ج]
فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ [ط] فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
[لا] قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ [ط] قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ
اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ [لا] كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ
اللّٰهِ [ط] وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ
قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ [ط] ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ [قف/لا] وَقَتَلَ دَاوٗدُ
جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ [ط] وَلَوْلَا دَفْعُ

اللّٰهِ النَّاسَ بَعۡضَهُمۡ بِبَعۡضٍ [لا] لَّفَسَدَتِ الۡاَرۡضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
ذُوۡفَضۡلٍ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٢٥١﴾ تِلۡكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتۡلُوۡهَا عَلَيۡكَ
بِالۡحَقِّ [ط] وَاِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿٢٥٢﴾

صَدَقَ اللّٰهُ الۡعَلِيُّ الۡعَظِيۡمُ

৩য় পাঠ

কুরআন মাজিদ পরিচিতি ও কতিপয় ধারণা

আমরা ইতঃপূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি। এখন আমরা একটু বিস্তারিত জানব। কুরআন মাজিদ হলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সমগ্র মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে। আমাদের জীবন চলার পথে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানও এই মহাগ্রন্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এছাড়াও এ পবিত্র গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে সমাজ জীবনে শান্তি শৃংঙ্খলা রক্ষা, পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সদ্ভাব, সাম্য-মৈত্রী, সহমর্মিতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সমাজে যাতে বিশৃংখলা, অনাচার, সুদ-ঘুষ, দূর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধুমপান ও মাদক গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে কুরআন মাজিদে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন: ফিতনা-ফাসাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সুরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ, ফিতনা-ফাসাদ হত্যা অপেক্ষা জঘন্য অপরাধ। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আয়াত :

আয়াত হলো আল কুরআনের বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ। আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। আল কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো 'আয়াতুদ দাইন'। এটি সুরাতুল বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো সুরা মুদ্দাছ্ছির এর ২১ নম্বর আয়াত (ثُمَّ نَظَرَ)। কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো সুরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত। পবিত্র কুরআনের ২৯টি সুরার শুরুতে কিছু হরকতবিহীন হরফ রয়েছে। এগুলোকে হুরুফে মুকাত্তাআত বলা হয়। যেমন: الٓمّٓ

সুরা :

কমপক্ষে তিনটি আয়াত সম্বলিত কুরআন মাজিদের বিশেষ অংশকে সুরা বলা হয়। কুরআন

মাজিদের সর্বমোট সুরা সংখ্যা হলো ১১৪। সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম সুরা আল ফাতিহা। সুরা আল ফাতিহার প্রধান উপাধি হলো উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী। সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা হলো সুরা আন-নাসর। সুরা ইয়াসিনকে কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয়। নাজিল হওয়ার সময় হিসেবে কুরআন মাজিদের সুরাসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মহানবি (ﷺ) এর হিজরতের পূর্বে তাঁর মক্কায় থাকাকালীন নাজিলকৃত সুরাকে মাক্কি সুরা এবং হিজরতের পরে মদিনায় থাকাকালীন নাজিলকৃত সুরাকে মাদানি সুরা বলা হয়। দৈর্ঘ্যের বিচারে কুরআন মাজিদের সুরাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো তিওয়াল, মিয়িন, মাছানি ও মুফাসসাল। কুরআন মাজিদের প্রথম সাতটি দীর্ঘ সুরাকে তিওয়াল বলা হয়। সুরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা, আনআম, আ'রাফ এবং আনফাল ও তাওবা এগুলো তিওয়াল এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব সুরার আয়াত সংখ্যা কমবেশি একশত সেগুলোকে মিয়িন বলা হয়। সুরা ইউনুস থেকে সুরা ফাতির পর্যন্ত ২৬টি সুরা মিয়িন এর অন্তর্ভুক্ত, সুরা ইয়াসিন থেকে সুরা কাফ পর্যন্ত ১৫টি সুরাকে মাছানি বলা হয়। এগুলোর আয়াত সংখ্যা একশ'র কম। সুরা কাফ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোকে মুফাসসাল বলা হয়। মুফাসসাল তিন প্রকার। তিওয়াল, আওসাত ও কিসার। সুরা কাফ বা সুরা হুজুরাত থেকে সুরা ইনশিকাক পর্যন্ত সুরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। সুরা বুরুজ থেকে সুরা কদ্‌র পর্যন্ত সুরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়। সুরা বায়্যিনাহ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়।

পারা :

তেলাওয়াতের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৩০টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে পারা বলে। আরবিতে পারাকে জুয (جزء) বলা হয়।

রুকু :

কুরআন মাজিদের অধিকাংশ সুরাকে অর্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে রুকু বলা হয়। কুরআন মাজিদের সর্বমোট রুকুর সংখ্যা ৫৪০।

সাজদা :

আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল রাখাকে সাজদা বলা হয়। কুরআন মাজিদের ১৪টি আয়াতে সাজদা করার নির্দেশ রয়েছে। এসব আয়াত তেলাওয়াত করলে বা অন্যের তেলাওয়াত শুনলে সাজদা করা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

ক. সর্বোত্তম নফল ইবাদাত কোনটি ?

খ. কুরআন তেলাওয়াতকারীর সাথে কিয়ামাতে কুরআন কেমন আচরণ করবে ?

গ. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ?

ঘ. কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি ?

ঙ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত কোনটি ?

চ. সুরাতুল ফাতিহার প্রধান উপাধি কী ?

ছ. সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম কী ?

জ. মক্কি সুরা কাকে বলে ?

ঝ. কুরআন মাজিদে সাজদার আয়াত কতটি ?

ঞ. কোন কোন সুরাকে তিওয়াল বলে ?

ট. মাছানি কাকে বলে এবং তা কতটি ?

ঠ. মুফাসসাল কত প্রকার ও কী কী ?

ড. কোন সুরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলে ?

ঢ. কয়টি সুরার শুরুতে হুরুফে মুকাত্তায়াত আছে ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা ....টি।

খ. কুরআন মাজিদের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো.........।

গ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত ....।

ঘ. ....হলো কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা।

ঙ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় সুরা.............কে।

চ. কুরআন মাজিদের পারা সংখ্যা ....টি।

ছ. কুরআন মাজিদের রুকু সংখ্যা ....টি।

জ. দৈর্ঘ্যের বিচারে কুরআন মাজিদের সুরাগুলো ....প্রকার।

ঝ. মিয়িন এর সংখ্যা ....টি।

ঞ. الم হলো.........।

৩। সঠিক উত্তর লেখ :

ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ? ৬২৩৬/৬৩০০/৬৫২৩

খ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত কোন সুরার ?
আলাক/ মুদ্দাছ্ছির/ ফাতিহা

গ. সুরা ফাতিহার প্রধান উপাধি কী? শিফা/ ফাতিহা / উম্মুল কুরআন

ঘ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় কোন সুরাকে ?
ফাতিহা/ইয়াসিন/বাকারা

ঙ. কুরআন মাজিদের রুকু সংখ্যা কত ? ৫৪০/৫৫৫/৫৬০

চ. সুরা বাকারা কোন প্রকার সুরা ? তিওয়াল/ মিয়িন/ মুফাসসাল

ছ. মাছানির সংখ্যা কতটি ? ১৫/১৬/২০

জ. মুফাসসাল কত প্রকার ? ৩/৪/৫

ঝ. কয়টি সুরার শুরুতে হুরুফে মুকাত্তায়াত আছে ? ২৯/৩০/৩২

৪। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর :

ক্রমিক নং	বাম	ডান
০১	কুরআন মাজিদ নাজিল হয়	হুরুফে মুকাত্তায়াত
০২	সুরাতুল বাকারার আয়াত সংখ্যা	১৪ টি
০৩	সবচেয়ে বড় আয়াতের নাম	১১৪ টি
০৪	الم হলো	২৮৬টি
০৫	কুরআন মাজিদের সুরা সংখ্যা	শেষ নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর
০৬	সর্বোত্তম ইবাদত হলো	আয়াতুত দাইন
০৭	কুরআনের অন্তর বলা হয়	কুরআন তেলাওয়াত
০৮	কুরআনে সাজদা আছে	সুরা ইয়াসিনকে

৪। রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা কর।

গ. কুরআন মাজিদের পরিচিতি পেশ কর।

২য় অধ্যায়

হিফজ ও লেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা ঃ

ক) শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন অল্প অল্প করে শুদ্ধ উচ্চারণসহ শিক্ষার্থীদের সুরাগুলো মুখস্থ করাবেন। প্রতিদিন পাঠ শুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করার ব্যাপারে তাকিদ দিবেন। একটি সুরা শেষ হলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সকলের কাছ থেকে শোনা নিশ্চিত করবেন।

খ) শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন একটি করে আয়াত বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদেরকে তা অনুসরণ করে লিখতে বলবেন। বাড়ি থেকে উক্ত আয়াতটি কয়েকবার লিখে আনতে বলবেন। এভাবে সুরাটি সমাপ্ত হলে পূর্ণাঙ্গ সুরা একবারে লিখতে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ হিফজ করা ও লেখার গুরুত্ব এবং ফজিলত

ক) হিফজ করার গুরুত্ব ও ফজিলত :

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজিদ নাজিল করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত আসমানি কিতাব হিসেবে কুরআন মাজিদই বহাল থাকবে। কুরআন মাজিদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হলে নিয়মিত তা তেলাওয়াত করতে হবে। তাছাড়া তেলাওয়াতের পাশাপাশি পূর্ণ বা আংশিক কুরআন মাজিদ মুখস্থ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। শুধু নামাজ আদায় ও তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যেই নয়; বরং সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যেও কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে কুরআন মাজিদ মুখস্থ করতেন। সাহাবায়ে কেরামকেও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মুসলিম কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে হাফেজে কুরআন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

যে কোনো বিদ্যা মুখস্থ করা হলে তা স্থায়ী হয়। রপ্ত করা বিদ্যা দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ হয়। সব সময় বই-পুস্তক দেখে দেখে পাঠ করলে বিদ্যা রপ্ত করা যায় না। এ কারণে আমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা। প্রতিদিন অল্প অল্প মুখস্থ করলে একদিন অনেক আয়াত ও সুরা মুখস্থ করা হয়ে যাবে। অল্প বয়সে মুখস্থ করা অধিক সহজ। কেননা বলা হয়- اَلْحِفْظُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ "ছোটকালে মুখস্থ করা, পাথরে খোদাই করে রাখার সমতুল্য।"

কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে-

اِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ فَقِيْلَ مَنْ أَهْلُ اللّٰهِ مِنْهُمْ قَالَ أَهْلُ الْقُرْاٰنِ (رواه احمد عن انس)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার জন্য মানুষের মধ্য থেকে কতিপয় আপনজন রয়েছেন। জনৈক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের মধ্যে আল্লাহর আপনজন কারা? তিনি বললেন, তাঁরা হলেন কুরআনের বাহক তথা হাফেজগণ।

হযরত আবু যর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবি করিম (ﷺ) তাঁর সাহাবিদের বললেন, সবচেয়ে ধনী মানুষ কে? তাঁরা বললেন, আবু সুফিয়ান। অন্যজন বললেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ। অপর একজন বললেন, উসমান ইবনে আফ্‌ফান। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন, মানুষের মধ্য সবচেয়ে ধনী ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের বাহক। অর্থাৎ,যার অন্তরে আল্লাহ তাআলা কুরআন রেখেছেন।

খ) লেখার গুরুত্ব:

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে কলমের মাধ্যমেই সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে তিনি বলেছেন اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ "পড়ুন,আর (আপনার) প্রভু তো মহিমান্বিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।"

এ কারণে যুগে যুগে আলেমগণ যে কোনো বিদ্যা পাঠ করে মুখস্থ করার সাথে সাথে লেখার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া লিখে রাখার মাধ্যমেই বিদ্যাকে আয়ত্ব করা যায়। রপ্তকৃত বিদ্যা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হলে তা সুরক্ষিত হয়। লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই মহানবি (ﷺ) কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করে রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন কিছুতে লিখে রাখারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন মাজিদের কোনো আয়াত বা সুরা নাজিল হওয়ার সাথে সাথে অহি লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ উপকরণে তা লিখে রাখতেন। ফলে মহানবি (ﷺ) এর সময়েই কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার আমলেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজিদ লিখে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ কারণে বর্তমানেও মুসলিম ছেলে-মেয়েদের কুরআন মাজিদ লেখার যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। হাতের লেখা সুন্দর করা এবং মুখস্থ করা বিদ্যা দীর্ঘসময় ধরে মনে রাখার জন্য নিয়মিত লিখে রাখার কোনো বিকল্প নেই। তাই কুরআন মাজিদের কিছু অংশ লিখে শেখার জন্য নিম্নে কতিপয় সুরা উল্লেখ করা হলো।

২য় পাঠ

সুরাতুদ দুহা (৯৩), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى [لا] ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى [لا] ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ

وَمَا قَلٰى [ط] ﴿٣﴾ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى [ط] ﴿٤﴾

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى [ط] ﴿٥﴾ اَلَمْ

يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى [ص] ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى [ص]

﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى [ط] ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا

تَقْهَرْ [ط] ﴿٩﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ [ط] ﴿١٠﴾ وَاَمَّا

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [ع] ﴿١١﴾

৩য় পাঠ

সুরাতুল ইনশিরাহ (৯৪), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [لا] ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ [لا]
﴿٢﴾ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ [لا] ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [ط]
﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [لا] ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [ط]
﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ [لا] ﴿٧﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ [ع]
﴿٨﴾

৪র্থ পাঠ

সুরাতুত তিন (৯৫), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ [لا] ﴿١﴾ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ [لا] ﴿٢﴾ وَهٰذَا
الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ [لا] ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ

تَقْوِيْمٍ[ز] ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ[لا] ﴿٥﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُوْنٍ[ط] ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ[ط] ﴿٧﴾
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ[ع] ﴿٨﴾

৫ম পাঠ

সুরাতুল আলাক (৯৬), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ[ج] ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ[ج] ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ[لا] ﴿٣﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ[لا] ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ[ط] ﴿٥﴾ كَلَّآ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى[لا] ﴿٦﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى[ط] ﴿٧﴾ اِنَّ اِلٰى
رَبِّكَ الرُّجْعٰى[ط] ﴿٨﴾ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى[لا] ﴿٩﴾ عَبْدًا اِذَا

صَلّٰى [ط] ﴿١٠﴾ اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَانَ عَلَى الۡهُدٰٓى [لا] ﴿١١﴾ اَوۡ اَمَرَ
بِالتَّقۡوٰى [ط] ﴿١٢﴾ اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى [ط] ﴿١٣﴾ اَلَمۡ
يَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى [ط] ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنۡ لَّمۡ يَنۡتَهِ [ه/لا]
لَنَسۡفَعًاۢ بِالنَّاصِيَةِ [لا] ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ [ج]
﴿١٦﴾ فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهٗ [لا] ﴿١٧﴾ سَنَدۡعُ الزَّبَانِيَةَ [لا] ﴿١٨﴾
كَلَّا [ط] لَا تُطِعۡهُ وَاسۡجُدۡ وَاقۡتَرِبۡ [السجدة] [ع] ﴿١٩﴾

৬ষ্ঠ পাঠ

সুরাতুল কাদ্‌র (৯৭), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ [ج/صلے] ﴿١﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا لَيۡلَةُ
الۡقَدۡرِ [ط] ﴿٢﴾ لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ [ه/لا] خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ [ط/ا] ﴿٣﴾

২০২৪

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ [ج] مِنْ كُلِّ اَمْرٍ [لا/ ۚ]

[﴿٤﴾ سَلٰمٌ [قف/ ۚ] هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [ع] ﴿٥﴾

৭ম পাঠ

সুরাতুল বায়্যিনাহ (৯৮), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [لا] ﴿١﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ

يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً [لا] ﴿٢﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ [ط] ﴿٣﴾

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

الْبَيِّنَةُ [ط] ﴿٤﴾ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

الدِّيْنَ [٥/ ۙ] حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ

دِيْنُ الْقَيِّمَةِ [ط] ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا [ط] اُولٰٓئِكَ هُمْ

شَرُّ الْبَرِيَّةِ [ط] (٦) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ [لا] اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ [ط] (٧) جَزَآؤُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا [ط] رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ [ط]

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ [ع] (٨)

অনুশীলনী

১। এককথায়/ একবাক্যে উত্তর দাও :

ক) প্রয়োজনমত কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার হুকুম কী ?

খ) ছোটকালে মুখস্থ করাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

গ) কারা আল্লাহ তাআলার আপনজন ?

ঘ) মানুষকে কিসের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ?

ঙ) সুরাতুদ দুহা কোথায় নাজিল হয়েছে ?

চ) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ কোন সুরার আয়াত ?

ছ) সুরাতুল ইনশিরাহ কত আয়াত বিশিষ্ট ?

জ) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ এর পরের আয়াতটি কী ?

ঝ) সুরাতুত তিন কুরআন মাজিদের কততম সুরা ?

২০২৪

ঞ) عَبْدًا اِذَا صَلّٰى কোন সুরার আয়াত?

ট) সুরাতুল আলাকের রুকু সংখ্যা কত?

ঠ) সুরাতুল আলাকের ৫ম আয়াতটি কী?

ড) সুরাতুল কাদ্‌রের শেষ আয়াতটি কী?

ঢ) সুরাতুল বায়্যিনাহ কোথায় নাজিল হয়?

ণ) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ কোন সুরার আয়াত?

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা কর।

খ) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস আরবিতে লেখ।

গ) সুরাতুদ দুহার প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

ঘ) সুরাতুল ইনশিরাহ হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

ঙ) সুরাতুত তিনের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

চ) সুরাতুল আলাকের ৬ থেকে ৯ নং আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

ছ) সুরাতুল বায়্যিনাতের ৪ ও ৫নং আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।

জ) সুরাতুদ দুহা হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ঝ) সুরাতুত তিনের ৬ থেকে ৮নং আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ঞ) সুরাতুল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ট) সুরাতুল কাদ্‌র হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ঠ) সুরাতুল বায়্যিনাতের ৭ ও ৮নং আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।

ড) কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক) প্রয়োজন পরিমাণ ....ফরজে আইন।

খ) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হলেন..................বাহক।

গ) রপ্তকৃত বিদ্যা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হলে................. হয়।

ঘ) وَوَجَدَكَ .... فَهَدٰى

ঙ) وَوَضَعْنَا عَنْكَ ....

চ) فَاِذَا .... فَانْصَبْ

ছ) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ ....

জ) وَاِلٰى .... فَارْغَبْ

ঝ) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ ....

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا ...... الْقَدْرِ (ট   عَلَّمَ ...... مَا لَمْ يَعْلَمْ (ঞ

ذٰلِكَ لِمَنْ .... رَبَّهٗ (ড   رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا ... مُّطَهَّرَةً (ঠ

৪ । নিচের আয়াতগুলোতে হরকত প্রদান কর :

ا) والضحى[لا] واليل اذا سجى[لا] ما ودعك ربك وما قلى[ط] وللاخرة خير لك من الاولى[ط]

ب) فان مع العسر يسرا[لا] ان مع العسر يسرا[ط] فاذا فرغت فانصب[لا] والى ربك فارغب[ع]

ج) الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فلهم اجر غير ممنون[ط] فما يكذبك بعد بالدين[ط] اليس الله باحكم الحكمين[ع]

د) إقرأ باسم ربك الذى خلق[ج] خلق الانسان من علق[ج] إقرأ وربك الاكرم[لا] الذى علم[لا] بالقلم علم الانسان ما لم يعلم[ط]

ه) ارءيت الذى ينهى[لا] عبدا اذا صلى[ط] ارءيت ان كان على الهدى[لا] او امر بالتقوى[ط] ارءيت ان كذب وتولى[ط] الم يعلم بان الله يرى[ط] كلا لئن لم ينته[ه] لنسفعام بالناصية[لا] ناصية كاذبة خاطئة[ج]

و) تنزل الملئكة والروح فيها باذن ربهم[ج] من كل امر[لا] سلام[قف] هى حتى مطلع الفجر[ع]

ز) وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين[ه] حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة[ط]

ح) جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجري من تحتها الانهر خالدين فيها ابدا[ط] رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه[ع]

৫। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ :

ক) সুরাতুদ দুহা কোথায় নাজিল হয়েছে? মক্কায়/ মদিনায়/ হিজাজে।
খ) সুরাতুদ দুহা কত আয়াত বিশিষ্ট? ১০/১১/১২।
গ) কোন সুরাটি মদিনায় অবতীর্ণ? তিন/ দুহা/ বায়্যিনাহ।
ঘ) وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ কোন সুরার আয়াত? আলাক/ তিন/ ইনশিরাহ।
ঙ) সুরা কাদ্‌র কুরআন মাজিদের কততম সুরা? ৯৬/৯৭/৯৮।

৪। ডান পাশের আয়াতের অংশের সাথে বাম পাশের আয়াতের অংশের মিল কর :

বাম	ডান	ক্রমিক নং
اللّٰهَ يَرٰى	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ	১
بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ	وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ	২
لَيْلَةِ الْقَدْرِ	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ	৩
رَبُّكَ فَتَرْضٰى	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ	৪
يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً	اَلَيْسَ اللّٰهُ	৫
قَيِّمَةٌ	الَّذِيْ عَلَّمَ	৬
يُسْرًا	اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ	৭
بِالْقَلَمِ	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ	৮
فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ	৯
فَحَدِّثْ	فِيْهَا كُتُبٌ	১০

৬। বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ বল :

ক) সুরাতুদ দুহা।
খ) সুরাতুল ইনশিরাহ।
গ) সুরাতুত তিন ।
ঘ) সুরাতুল আলাক ।
ঙ) সুরাতুল কাদ্‌র ।
চ) সুরাতুল বায়্যিনাহ।

৩য় অধ্যায়

অর্থ শেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা ঃ

শিক্ষক মহোদয় অর্থ শিখানোর পূর্বে সুরা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবেন। অত:পর প্রতিদিন ১টি করে আয়াতের অর্থ শিখাবেন। প্রথমে আয়াতটির প্রত্যেকটি শব্দের শাব্দিক অর্থ শিখাবেন। অত:পর সরল অনুবাদ শিখাবেন। এভাবে সুরাটি শেষ হলে পূর্ণ সুরার অর্থ মুখস্থ করাবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদের অর্থ শেখার গুরুত্ব

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী। এটি মানুষের জীবনবিধান। তাইতো আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ সম্পর্কে বলেছেন هُدًى لِّلنَّاسِ - কুরআন মাজিদ মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। কিন্তু কুরআন মাজিদকে আমাদের পথ নির্দেশিকা বানাতে হলে তা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে কুরআন মাজিদের অর্থ জানার বিকল্প নেই। কারণ কুরআন মাজিদ শুধু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে আসেনি, বরং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, সমগ্র কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া। তাই সাধ্যমত কুরআন মাজিদের অর্থ জানা আমাদের কর্তব্য। অন্যথায় কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জিন্দেগি গড়ার স্বপ্ন হবে সুদূর পরাহত। কুরআন মাজিদ অর্থসহ বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَقْفَالُهَا .

"তারা কি কুরআন মাজিদ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ করা হয়েছে।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ?"

বস্তুত কুরআন মাজিদ থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে তার অর্থ শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আয়েশা (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) থেকে বর্ণিত, রাসুল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) বলেন-

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ

কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাশর হবে অহি লেখক সম্মানিত সাহাবাগণের সাথে।

হযরত উসমান (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, মহানবি (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) বলেন- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"

বলাবাহুল্য, কুরআন শিক্ষা শুধু তেলাওয়াত শিক্ষাকেই বুঝায় না বরং অর্থ শেখা ও ব্যাখ্যা শেখাও এর মধ্যে শামিল। তাই, কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে কুরআনের অর্থ শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২য় পাঠ
সুরাতুল ফাতিহা (০১), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৭

শাব্দিক অর্থ :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
بِسْمِ	নামে	اللهِ	আল্লাহর
الرَّحْمٰنِ	পরম করুণাময়	الرَّحِيْمِ	অসীম দয়ালু
اَلْحَمْدُ	সমস্ত প্রশংসা	لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য
رَبِّ	প্রতিপালক	الْعٰلَمِيْنَ	জগতসমূহের
الرَّحْمٰنِ	পরম করুণাময়	الرَّحِيْمِ	অসীম দয়ালু
مٰلِكِ	মালিক	يَوْمِ	দিবস
الدِّيْنِ	প্রতিফল, বিচার	اِيَّاكَ	তোমারই
نَعْبُدُ	আমরা ইবাদত করি	وَاِيَّاكَ	এবং তোমারই (নিকট)
نَسْتَعِيْنُ	আমরা সাহায্য চাই	اِهْدِ	দেখাও
نَا	আমাদেরকে	الصِّرَاطَ	পথ
الْمُسْتَقِيْمَ	সহজ-সরল	صِرَاطَ	পথ
الَّذِيْنَ	যাদেরকে, যারা	اَنْعَمْتَ	তুমি অনুগ্রহ করেছ

عَلَيْهِمْ	যাদের উপর	غَيْرِ	নয়, ব্যতীত
الْمَغْضُوْبِ	অভিশপ্ত	عَلَيْهِمْ	যাদের উপর
وَلَا	এবং নয়	الضَّآلِّيْنَ	পথভ্রষ্ট

সরল বাংলা অনুবাদ :

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [لا] (١)
যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ [لا] (٢)
কর্মফল দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ [ط] (٣)
আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ [لا] (٤)
আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ [لا] (٥)
তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [ه/] (٦)
তাদের পথ নয় যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ [ع] (٧)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সুরাতুল ফাতিহা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরাটিতে ১টি রুকু ও ৭টি আয়াত রয়েছে। আরবিতে ফাতিহা (فَاتِحَةٌ) শব্দের অর্থ হলো– সূচনাকারী, উন্মোচনকারী। যেহেতু এ সুরা দ্বারা পবিত্র কুরআন শুরু করা হয়েছে, এজন্য এ সুরাকে ফাতিহা তথা সূচনাকারী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এ সুরার আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন: সুরাতুল হামদ, উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবউল মাছানি ইত্যাদি। এ সুরার সাতটি আয়াতের প্রথম তিনটিতে

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, পরের চারটি আয়াতে আল্লাহর নিকট বান্দার প্রার্থনা তুলে ধরা হয়েছে। সুরাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নামাজে এ সুরা তেলাওয়াত না করলে নামাজ হয় না। হাদিসে এসেছে- لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ, যে সুরাতুল ফাতিহা পড়ে না, তার নামাজ হয় না। তবে ইমামের পিছনে থাকলে মুক্তাদিকে এ সুরা তেলাওয়াত করতে হবে না। কেননা, ইমামের তেলাওয়াতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট। সুরাতুল ফাতিহা দ্বারা রাসুল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম ঝাড়-ফুঁক করতেন। এজন্য সুরাতুল ফাতিহাকে সুরাতুশ শিফা বা রোগ-মুক্তির সুরা বলা হয়। যেমন: হাদিসে আছে-

فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ (شعب الايمان)

"সুরাতুল ফাতিহায় প্রত্যেক রোগের আরোগ্য রয়েছে।"

৩য় পাঠ

সুরাতুল ইখলাস (১১২), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৪

শাব্দিক অর্থ :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন	هُوَ	তিনি
اللّٰهُ	আল্লাহ	اَحَدٌ	এক
اَللّٰهُ	আল্লাহ	الصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী
لَمْ يَلِدْ	তিনি জন্ম দেননি	وَلَمْ يُوْلَدْ	তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি
وَلَمْ يَكُنْ	হয় না	لَّهٗ	তাঁর জন্য
كُفُوًا	সমকক্ষ	اَحَدٌ	কেউ

সরল বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ [ج] (١)
আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।	اَللّٰهُ الصَّمَدُ [ج] (٢)
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ [ۙ] وَلَمْ يُوْلَدْ [لا] (٣)
এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ [ع] (٤)

সুরাতুল ইখলাস সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

এ সুরাটি মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হয়। সুরাটিতে ১টি রুকু এবং ৪টি আয়াত আছে। ইখলাস (إخلاص) অর্থ খাঁটি বা নির্ভেজাল। এ সুরাতে নির্ভেজাল তাওহিদের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য সুরাটির নাম এরূপ হয়েছে।

জনৈক মুশরিক রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এ প্রশ্নের উত্তরে সুরাটি নাজিল হয় এবং বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহ তাআলা এক। তিনি কারো উপর নির্ভর করেন না। তিনি কারো পিতা বা সন্তান নন। অতএব, তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কোনো কিছু নেই। এ সুরা তেলাওয়াত করলে গোটা কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের তিন ভাগের এক ভাগ সাওয়াব পাওয়া যায়।

৪র্থ পাঠ

সুরাতুল ফালাক (১১৩), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৫

শাব্দিক অর্থ :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন	اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	প্রতিপালকের নিকট	الْفَلَقِ	ঊষার, ভোরের
مِنْ	হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
مَا	যা	خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন

وَمِنْ	আর হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
غَاسِقٍ	গাঢ় অন্ধকার	إِذَا	যখন
وَقَبَ	ঘনিভূত হয়	وَمِنْ	আর হতে
شَرِّ	অনিষ্ট	النَّفّٰثٰتِ	ফুৎকারকারিণী
فِي	মধ্যে	الْعُقَدِ	গিঁট
وَمِنْ	আর হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
حَاسِدٍ	হিংসুকের	إِذَا	যখন
حَسَدَ	সে হিংসা করে		

সরল বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার প্রতিপালকের,	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [لا] (١)
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ [لا] (٢)
অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ [لا] (٣)
এবং অনিষ্ট থেকে সমস্ত নারীদের, যারা গিঁটে ফুৎকার দেয়,	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ [لا] (٤)
এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ [ع] (٥)

৫ম পাঠ
সুরাতুন নাস (১১৪), মদিনায় অবতীর্ণ
রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৬

শাব্দিক অর্থ :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন	اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	প্রভুর নিকট	النَّاسِ	মানুষের
مَلِكِ	মালিক	النَّاسِ	মানুষের
اِلٰهِ	উপাস্য/ মাবুদ	النَّاسِ	মানুষের
مِنْ	হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
الْوَسْوَاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা	الْخَنَّاسِ	আত্মগোপনকারী
الَّذِىْ	যে	يُوَسْوِسُ	কুমন্ত্রণা দেয়
فِيْ	মধ্যে	صُدُوْرِ	অন্তর
النَّاسِ	মানুষের	مِنَ	হতে
الْجِنَّةِ	জিন	وَالنَّاسِ	আর মানুষ

সরল বাংলা অনুবাদ :

অনুবাদ	আয়াত
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,	قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ [لا] (١)
মানুষের অধিপতির,	مَلِكِ النَّاسِ [لا] (٢)
মানুষের ইলাহের নিকট।	اِلٰهِ النَّاسِ [لا] (٣)
আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে,	مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ [ه] الۡخَنَّاسِ [ص] (٤)
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,	الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ [لا] (٥)
জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ [ع] (٦)

সুরাতুল ফালাক ও সুরাতুন নাস নাজিল হওয়ার ঘটনা :

বনু জুরাইফ গোত্রের লাবিদ বিন আসিম একবার রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জাদু করে। সে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ব্যবহৃত চিরুণী গোপনে সংগ্রহ করে। তাতে তাঁর চুল পেঁচিয়ে খেজুরের থোকে গিলাফের আবরণ দিয়ে যারওয়ান নামক কূপের তলায় ফেলে রাখে। ফলে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পীড়ায় আক্রান্ত হন। অহির মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি লোক দিয়ে কূপ থেকে জাদুর গিরা দেয়া তাবিজটি তুলে আনেন। ঐ তাবিজে ১১টি গিঁট ছিল। সুরাতুল ফালাক ও সুরাতুন নাসে ১১টি আয়াত আছে। তিনি এক একটি আয়াত পড়ে ফুঁ দিলেন আর এক একটি গিঁট খুলে গেল। সকল গিঁট খুলে গেলে তিনি সুস্থ হলেন। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য এ সুরাদ্বয় সর্বোৎকৃষ্ট।

অনুশীলনী

১. এককথায়/একবাক্যে উত্তর দাও :

ক. কুরআন মাজিদের অর্থ জানার হুকুম কী ?
খ. সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ?
গ. কুরআন মাজিদ শিক্ষা বলতে কী বুঝায় ?
ঘ. সুরাতুল ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়েছে ?
ঙ. সুরাতুল ফাতিহার আয়াত সংখ্যা কত ?
চ. কোন সুরা না পড়লে নামাজ হয় না ?
ছ. সুরাতুল ইখলাসে কিসের কথা বলা হয়েছে ?
জ. সুরাতুল ইখলাস তেলাওয়াত করলে কত সাওয়াব হয় ?
ঝ. কে রাসুল সা. কে জাদু করেছিল ?
ঞ. জাদুর তাবিযে কয়টি গিঁট ছিল ?

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. সুরাতুল ফাতিহার নামকরণের তাৎপর্য লেখ।
খ. সুরাতুল ফাতিহার গুরুত্ব আলোচনা কর।
গ. সুরাতুল ফাতিহার অনুবাদ লেখ।
ঘ. সুরাতুল ইখলাস কেন নাজিল হয়?
ঙ. সুরাতুল ইখলাসের তাৎপর্য লেখ।
চ. সুরাতুল ইখলাসের অনুবাদ লেখ।
ছ. সুরাতুল ফালাক ও সুরাতুন নাস কী উপলক্ষে নাজিল হয় ?
জ. সুরাতুল ফালাকের অনুবাদ লেখ।
ঝ. সুরাতুন নাসের অনুবাদ লেখ।

৪র্থ অধ্যায়

তাজভিদ

শিক্ষক নির্দেশিকা ঃ

শিক্ষক মহোদয় তাজভিদের নিয়ম বা কায়দাগুলো পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কায়দাগুলো প্রয়োগ করে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং বোর্ডে বেশি বেশি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন।

১ম পাঠ

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাজভিদের পরিচয়: تجويد শব্দটি جَوْدٌ মূল ধাতু থেকে গঠিত। যার শাব্দিক অর্থ সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন তেলাওয়াত করলে তেলাওয়াত সুন্দর ও শুদ্ধ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করা সকল আলিমের ঐকমত্যে ফরজ।

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব : মহাগ্রন্থ আলকুরআন আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বাণী। এতে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। নিয়মিত বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন মাজিদ পাঠ করা সকল মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। অশুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা বৈধ নয়। কারণ তাতে উচ্চারণ ও অর্থের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাদিস শরিফে আছে-

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ (كذا في الإحياء عن أنس رضي)

অর্থ ঃ কুরআনের অনেক পাঠক আছ, কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। কুরআন মাজিদ সহিহভাবে তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-(سورة المزمل) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন। তারতিল অর্থ হলো- সহিহভাবে ধীরে ধীরে কুরআন মাজিদ পাঠ করা। শুদ্ধরূপে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য ইলমে তাজভিদ (علم التجويد) শিক্ষা করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২০২৪

তাই আমাদের আরবি হরফের মাখরাজ, সিফাত, নুন সাকিন ও তানভিনের আহকাম ইত্যাদি নিয়ম-কানুন জানা দরকার। যাতে হরফের সঠিক উচ্চারণ করে সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যায়।

২য় পাঠ

মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ (مخرج) শব্দটি আরবি। মাখরাজের শাব্দিক অর্থ হলো- বের হওয়ার স্থান, নির্গমনস্থল। ইলমে তাজভিদের পরিভাষায়– আরবি হরফসমূহের উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। অর্থাৎ, যে সব স্থান থেকে আরবি ২৯টি অক্ষর উচ্চারিত হয় ঐসব স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি মোট ২৯টি হরফ মোট ১৭টি মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। কোনো মাখরাজ হতে একটি হরফ, কোনো মাখরাজ হতে দুটি হরফ, আবার কোনো মাখরাজ হতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। মাখরাজ জানার পদ্ধতি হলো, যে হরফের মাখরাজ জানা দরকার, সে হরফের পূর্বে একটি হরকতওয়ালা হামযা (اَ) এনে উক্ত হরফে জযম (ـْ/ ـۡ) দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। হরফের উচ্চারণ যে স্থানে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, ঐ স্থানই উক্ত হরফের মাখরাজ বলে পরিগণিত হবে। যেমন: اَثْ اَطْ–اَلْ–اَمْ

নিম্নে আরবি হরফসমূহের মাখরাজগুলো বর্ণনা করা হলো–

১ নম্বর মাখরাজ– হালক তথা কণ্ঠনালীর শুরু হতে ء–ه উচ্চারিত হয়। যেমন: اَءْ اَهْ

২ নম্বর মাখরাজ– হালক তথা কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে ح–ع উচ্চারিত হয়। যেমন: اَحْ اَعْ

৩ নম্বর মাখরাজ– হালক তথা কণ্ঠনালীর শেষভাগ হতে خ–غ উচ্চারিত হয়। যেমন: اَخْ اَغْ

৪ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর তালুর সঙ্গে লেগে ق উচ্চারিত হয়। যেমন: اَقْ

৫ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ك উচ্চারিত হয়। যেমন: اَكْ

৬ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার মাঝখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ج ي ش উচ্চারিত হয়। যেমন: اَجْ - اَشْ - اَيْ

৭ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সাথে লেগে ض উচ্চারিত হয়। যেমন : اَضْ

৮ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লেগে ل উচ্চারিত হয়। যেমন : اَلْ

৯ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগা সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ن উচ্চারিত হয়। যেমন : اَنْ

১০ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার মাথার উল্টো দিক সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ر উচ্চারিত হয়। যেমন : اَرْ

১১ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ায় লেগে ت د ط উচ্চারিত হয়। যেমন : اَتْ – اَدْ – اَطْ

১২ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সাথে লেগে ز- س-ص উচ্চারিত হয়। যেমন : اَزْ اَسْ اَصْ

১৩ নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ث-ذ-ظ উচ্চারিত হয়। যেমন : اَثْ اَذْ اَظْ

১৪ নম্বর মাখরাজ– নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ف উচ্চারিত হয়। যেমন : اَفْ

১৫ নম্বর মাখরাজ– দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে ب م و উচ্চারিত হয়। যেমন : اَوْ اَمْ اَبْ

১৬ নম্বর মাখরাজ– মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের তিনটি হরফ ا و ى উচ্চারিত হয়। যেমন : خَا خُوْ خِيْ

১৭ নম্বর মাখরাজ– নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন : اِنَّ لَمَّا ثُمَّ

৩য় পাঠ

মাদ্দের বিবরণ

মাদ্দ (مَدٌّ) আরবি শব্দ। এ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো-দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজভিদের পরিভাষায়- মাদ্দ হলো কুরআন মাজিদের অক্ষরগুলোকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করে পাঠ করা।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা:

১. আলিফ (ا) : যখন খালি থাকে অর্থাৎ হরকতমুক্ত থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে যবর থাকে। যেমন: قَالَ

২. ওয়াও (و) : যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে পেশ থাকে। যেমন: قَالُوْا

৩. ইয়া (ي) : যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে যের থাকে। যেমন: قِيْلَ

মাদ্দের পরিমাণ:

মাদ্দ ১ থেকে ৪ আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ করা যায়। ২টি হরকত একসাথে উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাকে ১ আলিফ বলা হয়। যেমন- بَ + بَ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তাই হলো এক আলিফ পরিমাণ সময়। অথবা, হাতের একটি আঙ্গুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, দুটি আঙ্গুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু আলিফ বলা হয়। এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

মাদ্দ অনেক প্রকার। এখানে শুধু পাঁচ প্রকার মাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বাকি প্রকারগুলো পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা হবে।

১. **মাদ্দে আসলি (مد أصلي):** যবরযুক্ত অক্ষরের পর খালি আলিফ, পেশযুক্ত অক্ষরের পর সাকিনযুক্ত ওয়াও এবং যেরযুক্ত অক্ষরের পর সাকিনযুক্ত ইয়া হলে তাকে মাদ্দে আসলি বলা হয়। এরূপ মাদ্দকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এছাড়াও কোনো হরফে খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ হলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তবায়ি বা মাদ্দে জাতিও বলা হয়।

যেমন: ذٰلِكَ - بِهٖ - لَهٗ - بُوْ - بِيْ - بَا

২. **মাদ্দে মুত্তাসিল (مد متصل) :** মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন: أُولَٰٓئِكَ

৩. **মাদ্দে মুনফাসিল (مد منفصل) :** মাদ্দের হরফের পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে। মাদ্দে মুনফাসিল তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন: وَمَآ أَدْرٰكَ - كَمَآ اٰمَنَ - فِيْٓ اٰذَانِهِمْ

৪. **মাদ্দে আরেজি (مد عارضي) :** মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ করলে তাকে মাদ্দে আরেজি বলে। এমতাবস্থায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: خٰلِدُوْنَ - أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

৫. **মাদ্দে লিন (مد لين) :** লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ করলে তাকে মাদ্দে লিন বলে। লিনের হরফের ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।(ওয়াও বা ইয়া সাকিন হয়ে পূর্বে যবর হলে তাকে হরফে লিন বলে।) যেমন : وَالصَّيْفِ - مِنْ خَوْفٍ

৪র্থ পাঠ

নুন সাকিন ও তানভিনের বিবরণ

নুন হরফের উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন (نُوْنٌ سَاكِنَةٌ) বলে, আর দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানভিন (تَنْوِيْنٌ)বলে।

নুন সাকিন (نْ) কে তার পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করতে হয়। নুন সাকিন কখনো পৃথকভাবে একাকি উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন: নুন সাকিন بَ এর সাথে মিলে বান (بَنْ) হয়েছে।

অনুরূপ তানভিনকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত না করে উচ্চারণ করা যায় না। তানভিনকে সর্বদা কোনো হরফের সাথে যুক্ত করে উচ্চারণ করতে হয়, এ অবস্থায় তানভিনে একটি গুপ্ত নুন উচ্চারিত হয়। যেমন : بًا بٍ بٌ

উক্ত তিনটি উদাহরণে একটি নুন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ হলো بَنْ بِنْ بُنْ

নুন সাকিন ও তানভিন চার নিয়মে পাঠ করা হয়। যথা :

১. ইযহার (إِظْهَار) ২. ইকলাব (إِقْلَاب)

৩. ইদগাম (إِدْغَام) ৪. ইখফা (إِخْفَاء)

নিম্নে নুন সাকিন ও তানভিনের প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো।

১. ইযহার (إِظْهَار) :

ইযহারের শাব্দিক অর্থ- স্পষ্ট করে পাঠ করা। পারিভাষায়, নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হুরুফে হলকি তথা ء ه ح خ ع غ এ ছয়টি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহ ছাড়া খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাকে ইযহার বলা হয়। যেমন: مِنْ عَلَقٍ – لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

উল্লেখ্য যে, নুন সাকিন ও তানভিনের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াকফ ও ওয়াসল (মিলিত) উভয় অবস্থায় উচ্চারিত হয়। আর তানভিন কখনো ওয়াকফ অবস্থায় উচ্চারিত হয় না; বরং তা এ অবস্থায় সাকিন হয়ে যায়।

২. ইকলাব (إِقْلَاب) :

ইকলাবের অর্থ - পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে উচ্চারণ করাকে ইকলাব বলা হয়। এ অবস্থায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুন্নাহ করে পাঠ করতে হয়। যেমন: مِنْۢ بَعْضٍ- كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

৩. ইদগাম (إِدْغَام) :

ইদগামের অর্থ- মিলিত করা। কোনো শব্দের শেষ ভাগে নুন সাকিন বা তানভিন আসলে এবং তার পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফটি يَرْمَلُوْنَ তথা ي - ر-م - ل-و-ن এ ছয়টি হরফের কোনো একটি হরফ হলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম বলে। যেমন: مِنْ رَّبِّهِمْ – عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

ইদগাম দুই প্রকার। যথা :

ক. ইদগাম বিল গুন্নাহ (إِدْغَامٌ بِالْغُنَّةِ) : নুন সাকিন ও তানভিনের পর ইদগামের চারটি হরফ তথা ن و م ي এর কোনো একটি হরফ আসলে গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বিল গুন্নাহ বলে। যেমন : مَنْ يُّؤْمِنُ – بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

খ. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (إِدْغَامٌ بِلَاغُنَّةٍ) : নুন সাকিন ও তানভিনের পর ইদগামের দুটি হরফ তথা ل ر এর কোনো একটি হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বিলা গুন্নাহ বলা হয়।

যেমন : مِنْ رَّحْمَةٍ – نَذِيْرًا اللّٰهُمَّ

৪. ইখফা (إِخْفَاء) :

ইখফা অর্থ- গোপন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইখফার নির্দিষ্ট কোনো হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহর সাথে গোপন করে পাঠ করতে হয়, একে ইখফা বলা হয়। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা :

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

যেমন : – كُنْتُ تُرَابًا – مَنْ كَسَبَ – ثَمَنًا قَلِيْلًا –

৫ম পাঠ

মিম সাকিনের বিবরণ

মিম (م) হরফের উপর জযম বা সাকিন হলে তাকে মিম সাকিন (مِيْمٌ سَاكِنَةٌ) বলে। এরূপ মিম সাকিন তিন নিয়মে পাঠ করতে হয়। অর্থাৎ, মিম সাকিন উচ্চারণ করার নিয়ম তিন প্রকার। যথা :

১. ইযহার (إِظْهَار)

২. ইদগাম (إِدْغَام)

৩. ইখফা (إِخْفَاء)

নিম্নে মিম সাকিন পঠনপদ্ধতির প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **ইযহার (إِظْهَار) :** মিম সাকিনের পরে বা (ب) এবং মিম (م) ব্যতীত বাকি হরফ সমূহের কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করাকে ইযহার বলা হয়। যেমন : اَلَمْ تَعْلَمْ – عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ

২. **ইদগাম (إِدْغَام) :** মিম সাকিনের পরে অন্য একটি হরকতযুক্ত মিম (م) আসলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকারে পাঠ করাকে ইদগাম বলা হয়। যেমন : عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ

৩. **ইখফা (إِخْفَاء) :** মিম সাকিনের পরে বা (ب) হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহ সহকারে উচ্চারণ করাকে ইখফা বলা হয়। এরূপ মিম উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এরূপ মিমকে এক আলিফ হতে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে ইখফায়ে শাফাভি বলা হয়। যেমন : مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ – عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ

৬ষ্ঠ পাঠ
ওয়াজিব গুন্নাহ

ওয়াজিব গুন্নাহ :

হরকতের বামে অবস্থিত নুন ও মিম অক্ষরে তাশদিদ যুক্ত হলে উক্ত নুন ও মিম কে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়।

ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ হয়। ওয়াজিব গুন্নাহ যথানিয়মে আদায় করা অত্যাবশ্যক। ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা না হলে তেলাওয়াত সহিহ হবে না। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব গুন্নাহ পরিহার করা উচিত নয়।

উদাহরণ-

فَلَمَّا اَحَسَّ – ثُمَّ – كُنَّا

৭ম পাঠ

রা (ر) হরফ পড়ার বিবরণ

রা (ر) অক্ষরকে দুই নিয়মে পড়তে হয়। যথা : পোর ও বারিক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক) রা (ر) হরফ পাঁচ অবস্থায় পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) ر হরফে পেশ বা যবর থাকলে। যেমন- اَلرَّحِيْمُ - رُبَمَا

(২) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হলে। যেমন- زُرْتُمُ - بَرْدًا

(৩) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আরেজি যের হলে। আরেজি যের মূলত যের নয়, বরং সাকিন হরফকে মিলিয়ে পড়ার জন্য আসে। যেমন- اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

(৪) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যের ও পরের হরফ হুরুফে মুস্তালিয়ার কোন একটি হলে। হুরুফে মুস্তালিয়া ৭টি। যথা : خ ص ض غ ط ظ ق

যেমন - مِرْصَادٌ قِرْطَاسٌ

(৫) ওয়াকফের দরুণ "ر" হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বে ي ছাড়া অন্য হরফ সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডান দিকের হরফে যবর বা পেশ থাকলে। যেমন- لَفِيْ خُسْرٍ - مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

খ) রা (ر) হরফ চার অবস্থায় বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যথা-

(১) ر হরফে যের হলে। যেমন- اَلْقَارِعَةُ - قَرِيْبٌ

(২) ر হরফে সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আসলি তথা মৌলিক যের হলে। যেমন- فَذَكِّرْ - فَاصْبِرْ

(৩) ওয়াকফ করার সময় "ر" হরফের ডানে ي সাকিন হলে ও ي সাকিনের পূর্বের হরফে যবর হলে। যেমন- خَيْرٌ - صَيْرٌ

(৪) ওয়াকফ করার সময় "ر" হরফের ডানে ي ছাড়া অন্য হরফে সাকিন হলে ও সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডানে যের হলে। যেমন- لِذِيْ حِجْرٍ - وَلَا بِكْرٌ

৮ম পাঠ

اللهُ (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) পড়ার বিবরণ

اللهُ শব্দের ل দুই নিয়মে পড়তে হয়। যথা :পোর ও বারিক।

ক. পোর পড়ার নিয়ম :

اللهُ শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যবর বা পেশ থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন- اَللّٰهُ الصَّمَدُ– نَصَرَكُمُ اللّٰهُ

খ) বারিক পড়ার নিয়ম :

اللهُ শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যের থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যেমন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ–لِلّٰهِ

৯ম পাঠ

ওয়াকফের বিবরণ

وقف (ওয়াকফ) শব্দের শাব্দিক অর্থ– থেমে যাওয়া। কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো শব্দের শেষে বিরাম নেওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। তাজভিদের পরিভাষায়- কোনো আয়াত বা শব্দ শেষ করে বিরামার্থে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে পূনরায় শুরু করার জন্য থেমে যাওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফ চার প্রকার। যথা:

১. ওয়াকফ বিল ইসকান (وَقْفٌ بِالْاِسْكَانِ)

২. ওয়াকফ বিল ইশমাম (وَقْفٌ بِالْاِشْمَامِ)

৩. ওয়াকফ বির রাওম (وَقْفٌ بِالرَّوْمِ)

৪. ওয়াকফ বিল ইবদাল (وَقْفٌ بِالْاِبْدَالِ)

নিম্নে ওয়াকফের প্রকার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. **ওয়াকফ বিল ইসকান (وَقْفٌ بِالْاِسْكَانِ) :** পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফকে পূর্ণ সাকিন করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বিল ইসকান বলা হয়। এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ। যেমন: هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ – يَعْمَلُوْنَ

২. **ওয়াকফ বিল ইশমাম (وَقْفٌ بِالْاِشْمَامِ)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে পেশ থাকলে ওয়াকফকালে ঐ হরফ সাকিন করার পর উভয় ঠোঁট দ্বারা দ্রুত পেশের দিকে ইশারা করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বিল ইশমাম বলা হয়। যেমন : قَدِيْرٌ – نَسْتَعِيْنُ

৩. **ওয়াকফ বির রাওম (وَقْفٌ بِالرَّوْمِ)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে এক যের বা এক পেশ অথবা দুই যের বা দুই পেশ- এর যেকোনোটি থাকলে ওয়াকফকালে তা অতি মৃদু আওয়াজে আদায় করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বির রাওম বলা হয়। যেমন : عَلِيْمٌ – وَلِلّٰهِ – هُوَ اللّٰهُ

৪. **ওয়াকফ বিল ইবদাল (وَقْفٌ بِالْاَبْدَالِ)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে দুই যবর হলে ওয়াকফ অবস্থায় ঐ দুই যবরকে এক যবর পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে ওয়াকফ করতে হয়। উক্ত দুই যবরের পরে আলিফ থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায়ই ওয়াকফকালে এক হরকত পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। এরূপ ওয়াকফকে ওয়াকফ বিল ইবদাল বলা হয়। যথা : وَنِسَاءً–اِيْمَانًا–خَبِيْرًا–شَيْئًا ইত্যাদি।

কুরআন মাজিদে বিদ্যমান ওয়াকফের চিহ্নসমূহের বর্ণনা :

ক্রমিক নং	চিহ্ন	মর্ম	নির্দেশিকা
০১	۵	বিরাম	আয়াত সমাপ্তির বিরামচিহ্ন
০২	م	লাযিম	বিরতি অবশ্য কর্তব্য
০৩	ط	মুতলাক	বিরতি খুব ভালো। মিলান ঠিক নয়
০৪	ج	জায়িয	বিরতি ভালো। মিলান যায়
০৫	ز	মুযাওয়ায	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
০৬	ص	মুরাখ্‌খাছ	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
০৭	ق	কিলা আলাইহি ওয়াকফুন	ওয়াকফ করা না করা উভয়ই জায়েজ। তবে মিলানো ভালো
০৮	لا	লা ওয়াকফ আলাইহি	বিরতি নয়, অবশ্যই মিলাবে
০৯	سكتة/س	সাকতাহ	নিঃশ্বাস রেখে কিঞ্চিৎ বিরতি

১০	قف	ওয়াকফে আমর	বিরতি, মিলানো ঠিক না
১১	قلے	ওয়াকফে আওলা	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভালো
১২	∴	মুয়ানাকা	দুই পার্শ্বের চিহ্নের যে কোনো একটিতে থামলে, অপরটিতে থামা যাবে না।
১৩	وقفة	ওয়াকফাহ	সাকতার ন্যায় কিঞ্চিৎ বিরতি
১৪	صل	কাদ ইউসালু	ওয়াকফ করা ভালো
১৫	صلے	আল ওয়াসলু আওলা	মিলানো ভালো

১০ম পাঠ

কলকলার বিবরণ

আরবি হরফসমূহ বিভিন্ন রীতিনীতি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। এ সবকে সিফাত বলা হয়। বিভিন্ন হরফের জন্য বিভিন্ন প্রকার সিফাত রয়েছে। সিফাতসমূহের অন্যতম একটি সিফাত হলো কলকলা।

কলকলা (قَلْقَلَةٌ) শব্দের অর্থ হলো- কম্পন। পরিভাষায়- কলকলার জন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি হরফ তথা ق ط ب ج د এর মধ্য থেকে কোনো একটি হরফের উপরে সাকিন থাকলে উচ্চারণের সময় শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি করে পাঠ করাকে কলকলা বলা হয়। এ সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তা মুখভর্তি অবস্থায় কিঞ্চিত সময় নিয়ে শেষ হয়। এটি ওয়াকফ অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং ওয়াসল অবস্থায় হ্রাস পায়। যেমন: اَبْ اَجْ اَدْ اَطْ اَقْ

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

ক. تجويد শব্দের শাব্দিক অর্থ কী ?

খ. ইলমে তাজভিদ শিক্ষা করার হুকুম কী ?

গ. কুরআন মাজিদ কাদেরকে অভিশাপ দেয় ?

ঘ. মাখরাজ কোন ভাষার শব্দ এবং এর অর্থ কী ?

ঙ. মাখরাজ মোট কয়টি ?

চ. হালকের শেষ হতে কী কী অক্ষর উচ্চারিত হয় ?

ছ. م কোথা থেকে উচ্চারিত হয় ?

জ. মাদ্দ অর্থ কী ?

ঝ. মাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী ?

ঞ. মাদ্দে আসলির অপর নাম কী ?

ট. মাদ্দে আরেজি কয় আলিফ টানতে হয় ?

ঠ. মাদ্দে মুনফাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?

ড. মাদ্দে মুত্তাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?

ঢ. তানভিনের সংজ্ঞা কী ?

ড. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?

ণ. ইজহার অর্থ কী ?

ত. ইকলাবের হরফটি কী ?

থ. ইদগাম কত প্রকার ?

দ. ইখফার হরফ কয়টি ?

ধ. মিম সাকিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?

ন. কোন কোন হরফে তাশদিদ হলে ওয়াজিব গুন্নাহ হয় ?

প. ر (রা) কে কত অবস্থায় পোর পড়তে হয় ?

ফ. ر (রা) কে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয় ?

ব. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন মোটা করে পড়তে হয় ?

ভ. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন বারিক করে পড়তে হয় ?

ম. ওয়াকফ অর্থ কী ?

য. পদ্ধতিগত ওয়াকফ কত প্রকার ?

র. মিম (م) চিহ্নের মর্ম কী ?

ল. কলকলার হরফ কয়টি ?

২। সঠিক উত্তরটি লেখ :

ক. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া কী ? ফরজ / ওয়াজিব/ সুন্নাত

খ. আরবি হরফে মাখরাজ মোট কয়টি ? ১৬টি / ১৭টি / ১৯টি

গ. দু' ঠোঁটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফটি ? ج/ء/ب

ঘ. মাদ্দে মুত্তাসিল টানতে হয় কত আলিফ ? এক/ দুই/ চার

ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা মোট কয়টি ? তিন/ চার / পাঁচ

চ. ইদগাম কত প্রকার ? ২/ ৩/ ৪

ছ. ইখফার হরফ কোনটি ? ت/ب/ي

জ. নুনের উপর তাশদিদ হলে কী করতে হয় ? গুন্নাহ/ পোর/ বারিক

ঝ. ر (রা) এর উপর পেশ হলে তা কিভাবে উচ্চারিত হয় ? মোটা/পাতলা/মাঝামাঝি

ঞ. الله শব্দের পূর্বে যের থাকলে তার ل কিভাবে উচ্চারিত হয় ?

মোটা/পাতলা/মাঝামাঝি

ট. পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফ কত প্রকার ? ৩/৪/৫

ঠ. ওয়াকফে জায়েজ এর চিহ্ন কোনটি ? م/ج/لا

ড. কলকলার হরফ কয়টি ? ৫/৬/৭

ঢ. কলকলা অর্থ কী ? কম্পন/ উচ্চারণের স্থান/ গুণাগুণ

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. তাজভিদ মানে ....।

খ. অশুদ্ধ পাঠকারীকে কুরআন .... দেয়।

গ. .... অর্থ বের হওয়ার স্থান ।

ঘ. মুখের খালি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় .... হরফ।

ঙ. মাদ্দে আসলির অপর নাম মাদ্দে ....।

চ. দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে .... বলে।

ছ. يُنْفِقُوْنَ শব্দটি .... এর উদাহরণ।

জ. মিম সাকিনের পরে মিম আসলে .... করতে হয় ।

ঝ. ر (রা) অক্ষরে যবর থাকলে ...... করে পড়তে হয়।

ঞ. ر (রা) অক্ষরে যের থাকলে .... করে পড়তে হয়।

ট. الله শব্দের পূর্বে যের থাকলে .... করে পড়তে হয় ।

ঠ. الله শব্দের পূর্বে পেশ থাকলে .... করে পড়তে হয়।

ড. বিরামার্থে শ্বাস বন্ধ করে থেমে যাওয়াকে .... বলে।

ঢ. শেষ হরফে সাকিন করার মাধ্যমে ওয়াকফ করাকে .... বলে।

৪ । নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর :

لَآ اَعْبُدُ۔ اُولٰٓئِكَ۔ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ مَنْ يَّفْعَلُ۔ اَنْعَمْتَ۔ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ يُنْفِقُوْنَ۔

سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ۔ اَمْ مَّنْ خَلَقَ۔ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ اِنَّ ـ مِرْصَادٌ۔ فِرْعَوْنُ۔

رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ۔ اَلرَّحْمٰنُ۔ خَيْرٌ۔ يَرْجِعُوْنَ۔

৫ । বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
মাদ্দুন মুত্তাসিলুন	দুই প্রকার
মাখরাজ অর্থ	চার প্রকার
ইদগাম	চার আলিফ টানতে হয়।
কলকলার হরফ	উচ্চারণের স্থান
মাদ্দ অর্থ	দীর্ঘ করা
পদ্ধতিগত ওয়াকফ	ওয়াকফে লাযেম এর চিহ্ন
م	৫টি

৬ । রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

ক. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? তার গুরুত্ব আলোচনা কর।

খ. মাখরাজ কাকে বলে? ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর মাখরাজ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

গ. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দে আসলি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

ঘ. মাদ্দে মুত্তাসিল, মাদ্দে মুনফাসিল ও মাদ্দে আরেজি সম্পর্কে উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

চ. মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

ছ. ر (রা) হরফকে পোর পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

জ. ر (রা) হরফকে বারিক পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ঝ. আল্লাহ (اللّٰه) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ঞ. ওয়াকফ কাকে বলে? পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফের প্রকারগুলো বর্ণনা কর।

ট. ১০টি ওয়াকফের চিহ্ন মর্মার্থসহ লেখ।

ঠ. কলকলা সম্পর্কে উদাহরণসহ লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

ইবতেদায়ি পঞ্চম সমাপনী পরীক্ষা

বিষয় : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

পূর্ণমান : ১০০ **সময় : ২ ঘণ্টা**

১। এককথায় / একবাক্যে উত্তর দাও : ১০× ১ = ১০

ক. সর্বোত্তম নফল এবাদাত কোনটি ?
খ. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ?
গ. সুরা ফাতিহার প্রধান উপাধি কী ?
ঘ. কুরআন মাজিদের অর্থ জানার হুকুম কী ?
ঙ. কোন কোন সুরাকে তিওয়াল বলে ?
চ. সুরা ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়েছে ?
ছ. মাখরাজ অর্থ কী ?
জ. তানভিন কাকে বলে ?
ঝ. ওয়াকফ অর্থ কী ?
ঞ. ইখফার হরফ কয়টি ?
ট. (م) চিহ্নের মর্ম কী ?
ঠ. মক্কি সুরা কাকে বলে ?

২। প্রদত্ত আয়াতে হরকত প্রদান কর (যে কোনো ১টি) : ১× ১০ = ১০

الف) والضحى ○ والليل إذا سجى ○ ما ودعك ربك وما قلى ○ وللاخرة خير لك من الاولى ○ ولسوف يعطيك ربك فترضى ○

ب) إقرأ باسم ربك الذي خلق ○ خلق الانسان من علق ○ إقرأ وربك الاكرم ○ الذى علم بالقلم ○ علم الانسان ما لم يعلم ○

৩। হরকতসহ মুখস্থ লেখ (যে কোনো ১টি) : ১× ১০ = ১০

ক) সুরা তিনের প্রথম পাঁচ আয়াত
খ) সুরা ইনশিরাহের শেষ পাঁচ আয়াত

৪। হরকত ছাড়া মুখস্থ লেখ (যে কোনো ১টি) : ১× ১০ = ১০

ক) সুরা কাদ্‌র
খ) সুরা বায়্যিনাতের প্রথম চার আয়াত

৫। নিম্নোক্ত সুরার অর্থ লেখ (যে কোনো ১টি): ১× ১০ = ১০

ক) সুরা ফাতিহা
খ) সুরা ইখলাস

৬। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২× ১০ = ২০

ক. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
খ. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দে আসলি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।
গ. নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
ঘ. আল্লাহ (الله) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর (যে কোনো ৫টি) : ৫×২ = ১০

اولِئك ۔ رب العلمين ۔ من يفعل ۔ انعمت ۔ عذاب اليم ۔ ينفقون ۔ سميع بصير ۔

৫

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোন ৫টি) : ৫×২ = ১০

ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা ....টি।
খ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত ....।
গ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় সুরা..........কে।
ঘ. তাজভিদ মানে ....।
ঙ. .... অর্থ বের হওয়ার স্থান ।
চ. মাদ্দে আসলির অপর নাম মাদ্দে ....।
ছ. ينفقون শব্দটি .... এর উদাহরণ।

৯। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দসমূহের মিল কর : ৫×২ = ১০

বাম পাশ	ডান পাশ
মাদ্দে মুত্তাসিল	দুই প্রকার
মাখরাজ অর্থ	৫টি
ইদগাম	চার আলিফ টানতে হয়।
কলকলার হরফ	দীর্ঘ করা
মাদ্দ অর্থ	উচ্চারণের স্থান

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মহাগ্রন্থে যেমনিভাবে মানবজীবনের আত্মিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে মানুষের পার্থিব কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বিধানাবলির বিবরণও দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদের এসব বিষয়াবলি জানার জন্য কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে কিন্তু মানবজীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়া, শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেজন্য বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদ শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক মনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য সুনাগরিক করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন মাজিদের উপর একটি ভূমিকা, মুখস্তকরণের জন্য কয়েকটি সুরা, নাজেরা পড়ার জন্য কুরআন মাজিদের প্রথম দুই পারা (সুরাতুল বাকারার ২৫২ আয়াত) দেয়া হয়েছে। অধ্যায়/পাঠশেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটির শেষ ভাগে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিচে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হলো:

১। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম বিধায় তা সর্বদা স্পর্শ ও তেলাওয়াত অজুর সাথে হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

২। পুস্তকটির পাঠ আরম্ভ করার সময় ১/২টি ক্লাসে কুরআনের মাহাত্ম্য,মর্যাদা ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষার্থীদের মনে গ্রন্থটি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৩। পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় বা পাঠে উল্লেখিত শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসারে পাঠদান করা প্রয়োজন।

৪। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা।

৫। আয়াতের সরল অনুবাদ শিখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ ও বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীদেরকে সুরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তাজভিদের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাজভিদের নিয়মগুলো বোর্ডে লিখে শেখাতে হবে।

৭। বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮। প্রকৃতপক্ষে, একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের কোন বিকল্প নেই। কাজেই একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকই তার শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫ম- কুরআন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না
এবং জেনে–শুনে সত্য গোপন করো না

—আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য